দাপ্তরিক শুদ্ধাচার

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিঃ নীতি ও নৈতিকতা

ড. এ কে এম আমিনুল হক

অতিরিক্ত মহাপরিচালক

ও

ফোকাল পয়েন্ট

কেন্দ্রীয় শুদ্ধাচার কমিটি

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

ডিসেম্বর ২০১৮

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০	**মুখবন্ধ**	i
০০	উপক্রমণিকা	ii
১	ভূমিকাঃ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এপিএ)	১
২	গুরুত্ব ও তাৎপর্য	১
৩	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	১
৪	এপিএ শুদ্ধাচার বনাম এপিএ অশুদ্ধাচার	২
৫	এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত বিধি বিধান	২
৬	এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত বিধি বিধানের দুর্বলতা	২
৭	এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণে নীতি ও নৈতিকতা	৩
৮	এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণ কর্মকৌশল	৩
৯	উপসংহার	৪
	গ্রন্থপঞ্জি	৪

মুখবন্ধ

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল দপ্তরের সাথে সরকারের একটি আবশ্যকীয় ও সময়াবদ্ধ সরকারী কর্ম সম্পাদন চুক্তিপত্র। দেশের উন্নয়ন ও জনসাধারণকে যথাসময়ে সর্বোচ্চ সরকারী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বছরের শুরুতে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দপ্তর প্রধানদের সাথে সরকার সারা বছরের সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মন্ত্রণালয় প্রধানের মূল চুক্তি হয়ে থাকে। এই চুক্তির আলোকে অধিদপ্তর প্রধানদের সাথে সরকারের মাননীয় মহোদয়ের পক্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের সাথে এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়। অনুরুপভাবে উর্ধ্বতন দপ্তর প্রধানদের সাথে অধ:স্তন দপ্তর প্রধানদের চুক্তি হয়ে থাকে। এটি একটি অবশ্য পালনীয় সরকারী বিনির্দেশ।

যে-কোন সরকারী বিনির্দেশ প্রতিপালনে প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী আইনত বাধ্য। এটি তাঁরা মেনে থাকেন। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সরকারী বিনির্দেশ প্রতিপালনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এক ধরনের দায়সারা ভাব থাকে। এতে দাপ্তরিক ও আইনগতভাবে কাজটি সম্পন্ন হলেও প্রায়শ:ই আন্তরিকতার ব্যাপক ঘাটতি থাকায় ষোল আনা কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায় না। এজন্য দাপ্তরিক আনুগত্যের পাশাপাশি চাই ব্যক্তিগত আন্তরিকতা এবং দেশ ও জাতির প্রতি সেবার ত্যাগী ও মহতী মানসিকতা। ড. এ কে এম আমিনুল হক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক ও ফোকাল পয়েন্ট, কেন্দ্রীয় শুদ্ধাচার কমিটি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের জন্য প্রণীত **বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিঃ নীতি ও নৈতিকতা** শীর্ষক প্রশিক্ষণ মডিউলে বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমি আশা করি সরকারী আদেশ- নির্দেশ প্রতিপালনের সাথে এই দেশপ্রেম ও জনসেবার মনোবৃত্তি সার্থকভাবে সমন্বয় করতে পারলে সরকারের দেশ ও জাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং জনসাধারণকে দেয় সরকারী সেবা প্রদান অনেক বেশি ফলপ্রসু ও সফল হবে। এই মডিউলটি মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দসহ আপামর জনসাধারণের দেশ সেবা ও জসসেবার মহতী মানস গঠনে প্রভূত অবদান রাখবে বলে মনে করি।

কাজী ওয়াছি উদ্দিন
অতিরিক্ত সচিব
ও
ফোকাল পয়েন্ট
কেন্দ্রীয় শুদ্ধাচার কমিটি
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

উপক্রমণিকা

মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ফি বছর বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) স্বাক্ষর করে থাকে। মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ হতে মহাপরিচালক এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অর্থবছর শুরুর পূর্বেই এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন। অনুরুপভাবে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর অধীনস্থ দপ্তর প্রধানদের সাথে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের আওতাভুক্ত লক্ষ্যমাত্রাসূহ অর্জনের জন্য দাপ্তরিক বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করে থাকেন।প্রতীকী হলেও এটি অত্যন্ত তাৎপযপূর্ণ এবং এর ব্যবহারিক মূল্য অপরিসীম। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনগণকে দেয়া সরকারের সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি। দেশের উন্নয়ন ও জনসাধারণকে যথাসময়ে সর্বোচ্চ সরকারী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বছরের শেষে সামনে বছরের জন্য কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দপ্তর প্রধানদের সাথে সরকার সারা বছরের সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মন্ত্রণালয় প্রধান এবং মন্ত্রণালয় প্রধানের সাথে অধীনস্থ দপ্তর প্রধানদের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই চুক্তির আলোকে উর্ধ্বতন দপ্তর প্রধানদের সাথে অধ:স্তন দপ্তর প্রধানদের চুক্তি হয়ে থাকে। এটি একটি অবশ্য পালনীয় সরকারী বিনির্দেশ।

প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী যে-কোন সরকারী বিনির্দেশ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়ন ও প্রতিপালনে আইনত বাধ্য। এবং এটি তাঁরা করে থাকেন। বিনিময়ে বেতন ভাতাদিসহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধাদি পেয়ে থাকেন। সরকারী বিনির্দেশ প্রতিপালনে এক ধরনের দায়সারা ভাব লক্ষ্য করা যায়। দাপ্তরিক ও আইনগতভাবে কাজটি সম্পন্ন হলেও প্রায়শ:ই আন্তরিকতার ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। এজন্য প্রয়োজন দাপ্তরিক আনুগত্যের পাশাপাশি ব্যক্তিগত আগ্রহ, প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা এবং দেশ ও জাতির প্রতি সেবার ত্যাগী ও মহতী মানসিকতা। এজন্য প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারির অভিন্ন মানস গঠন প্রয়োজন। উদ্বুদ্ধকরণ এবং নৈতিকতা চর্চা ও পরিচযা এক্ষেত্রে বিশেষ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। এই লক্ষ্যেই মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের জন্য **বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তিঃ নীতি ও নৈতিকতা** শীর্ষক প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণীত। সরকারী আদেশ- নির্দেশ প্রতিপালনের সাথে এই নৈতিকতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও জনসেবার মনোবৃত্তি সমন্বয় করতে পারলে জনসাধারণকে সরকারী সেবা প্রদান অনেক বেশি ফলপ্রসু ও সফল হবে। শুদ্ধাচার একান্ত ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিক (Personal) ও ব্যক্তি-দাপ্তরিক (Persono-official) উভয়টিই হতে পারে। এখানে মূলত ব্যক্তি-দাপ্তরিক শুদ্ধাচারের কথা বলা হয়েছে। আমি আশা করি এই মডিউলটি মৎস্য অধিদপ্তরের পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকল নাগরিকের দেশসেবা ও জনসেবার মহতী মানস গঠনে ইতিবাচক অবদান রাখবে।

ড. এ কে এম আমিনুল হক
অতিরিক্ত মহাপরিচালক
ও
ফোকাল পয়েন্ট
কেন্দ্রীয় শুদ্ধাচার কমিটি, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

১. ভূমিকাঃ বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (এ পি এ)

বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement, APA) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল দপ্তরের সাথে সরকারের একটি আবশ্যকীয় ও সময়াবদ্ধ সরকারী কর্ম সম্পাদন চুক্তিপত্র। দেশের উন্নয়ন ও জনসাধারণকে যথাসময়ে সর্বোচ্চ সরকারী সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অর্থবছরের শুরুতে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্র চিহ্নিত করে দপ্তর প্রধানদের সাথে সরকার সারা বছরের সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সাথে সচিবের এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়ে থাকে। এই চুক্তির আলোকে সচিবের সাথে অধিদপ্তরের দপ্তর প্রধান এবং দপ্তর প্রধানের সাথে অধ:স্তন বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পযায়ের দপ্তর প্রধানদের চুক্তি হয়ে থাকে। এটি একটি অবশ্য পালনীয় সরকারী বিনির্দেশ। সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর এই চুক্তিপত্রে নির্দিষ্টকৃত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে আইনত বাধ্য ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে।

মৎস্য অধিদপ্তর মূলত ৪ পর্যায়ে এই চুক্তিপত্র সম্পাদন ও বাস্তবায়ন করে থাকে। প্রথমত মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর কেন্দ্রীয়ভাবে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে এই চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে থাকেন। অত:পর এই চুক্তিপত্রের আলোকে মহাপরিচালক বিভাগীয় পর্যায়ে এবং বিভাগীয় প্রধানগণ জেলা পর্যায়ের দপ্তর প্রধানদের সাথে এপিএ স্বাক্ষর করেন। চতুর্থ ধাপে জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দ অধীনস্থ উপজেলা পর্যায়ের দপ্তর প্রধানদের সাথে যথা সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও খামার ব্যবস্থাপকদের সাথে এপিএ স্বাক্ষর করে থাকেন। সকল দপ্তর এই এপিএ তে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। প্রত্যেক এপিএ স্বাক্ষরকারী দপ্তর নির্ধারিত মূল্য সূচকের মানদন্ডে মূল্যায়িত হয়ে থাকে।

২. গুরুত্ব ও তাৎপর্য

অনেক ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফসল আজকের এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে ১৯৭১ সালের এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ ও জাতিগঠনের এক মহতী সুযোগ আমরা লাভ করেছি। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে ২০১২ সালে প্রণীত হয় জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কার্তিক ১৪১৯/ অক্টোবর ২০১২ দেশ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে এটিকে অনুমোদন করে। মূলত সরকারি আইন, বিধি, প্রবিধি ও নীতিমালার সাথে দেশপ্রেম ও নীতিনৈতিকতার মিশেলে আন্তরিকতার সাথে দেশ ও জাতির সেবায় রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিককে উদ্বুদ্ধ করে স্বত:প্রণোদিত হয়ে দেশ ও জাতি গঠনে আত্মনিয়োগ নিয়োজিত করার এক মহতী প্রচেষ্টা। রূপকল্প ২০২১, ২০৪১ ও ডেল্টা মহাপরিকল্পনা ২১০০ এর মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে একটি সময়াবদ্ধ মহাপরিকল্পনার মাধ্যমে অনন্য উচ্চতায় উন্নীত করার এক মহতী ও নিরন্তর প্রয়াস।

শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায় (জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২)। এর দ্বারা একটি সমাজের কালোত্তীর্ণ মানদন্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝানো হয়। ব্যক্তি পযায়ে এর অর্থ কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততা তথা চরিত্রনিষ্ঠা। যুগে যুগে দেশ ও জাতিগঠনে এটি অত্যন্ত কাযকর একটি হাতিয়ার হিসেবে ও প্রমাণিত হয়েছে। এদেশের মানুষ ধর্মভীরু। ইসলাম ধর্মে দেশপ্রেমকে ঈমানের অংশ বলা হয়েছে। হিন্দু ধর্মেও জন্মভূমিকে স্বর্গের ওপরে মযাদা দেয়া হয়েছে। সকল ধর্মেই মানুষকে সচ্চরিত্র, শুদ্ধাচারী ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বলা হয়েছে। সুতরাং ধর্মীয় বোধ ও বিশ্বাসও সরকারের এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৩. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

এপিএ একটি টপ ডাউন বা উর্ধ্ব হতে নিম্নগামী বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অধস্তন কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করে থাকে। তবে মাঠ পযায়ের বাস্তবতা, সামর্থ্য, চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করেই এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। মৎস্য অধিদপ্তরের উপজেলা মৎস্য দপ্তর, সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার তথা প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ ও সম্প্রসারণ কেন্দ্র, মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমি, মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৎস্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর এবং মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরির মাধ্যমে এপিএ বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। সুতরাং এসমস্ত দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের আন্তরিকতা, দক্ষতা ও নীতি-নৈতিকতার ওপরই মূলত এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নির্ভরশীল।

উপজেলা পযায়ে ১৪টি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য স্বতন্ত্র রেজিস্টার বই রয়েছে। প্রতি মাসে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তাকে জেলা মৎস্য কর্মকর্তার নিকট নির্ধারিত ছকে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হয়। অনুরুপভাবে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা অধীনস্থ উপজেলাসমূহ হতে এপিএ অগ্রগতি প্রতিবেদন সংগ্রহ ও একীভূত করে বিভাগীয়

উপপরিচাক সমীপে প্রেরণ করেন। বিভাগীয় উপপরিচালক অধীনস্থ সকল জেলা মৎস্য কর্মকর্তাবৃন্দের প্রতিবেদন একীভূত করে মহাপরিচালক মহোদয় সমীপে প্রেরণ করেন। মহাপরিচালক সকল কিভাগের গত মাসের এপিএ প্রতিবেদন একীভূত করে চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন।

৪. এপিএ শুদ্ধাচার বনাম এপিএ অশুদ্ধাচার

এপিএ বাস্তবায়নে শুদ্ধাচার তথা ব্যক্তিক ও ব্যক্তি-দাপ্তরিক সততা একান্ত অপরিহার্য। উপজেলা পযায়ে নির্ধারিত ১৪টি এপিএ লক্ষ্যমাত্রাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর। ১ম ক্ষেত্র প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপন। এটি একান্তভাবে প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ-নির্ভর। অর্থ বরাদ্দ ব্যতিরেকে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব নয়। আবার অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হলেও উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচন বা কাজ সুষ্ঠুভাবে না হলে প্রদর্শনী খামার স্থাপনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। প্রদর্শনী খামার স্থাপনের মূল উদ্দেশ্যই হলো সেই খামারকে কেন্দ্র করে উন্নত প্রযুক্তির মৎস্যচাষ প্রযুক্তি বা ফলাফল জনসাধারণকে প্রদর্শন করে বা হতে-কলমে কাজ শিখিয়ে বর্ধিত জনসাধারণকে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করা।দ্বিতীয়ত মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন। এজন্য কোন অর্থ বরাদ্দ থাকে না। জনসাধারণকে ব্যক্তিগতভাবে সম্পসারণ প্রক্রিয়ায় উদ্বুদ্ধ করে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হয়। সঠিকভাবে সম্প্রসারণ কাজ না করে বা ভুল তথ্য সংরক্ষণ করেও এবিষয়ে মাসিক প্রতিবেদন দেয়া সম্ভব। কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অনৈতিক ও নীতি-বহির্ভূত।তেমনিভাবে বিল নার্সারি স্থাপন, উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মাছ অবমুক্তকরণ, মৎস্যচাষী, মৎস্যজীবী ও উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও চাষীর মৎস্য খামার পরিদর্শন। এক্ষেত্রে অসত্য তথ্য প্রদানের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। যদিও সেটি একান্ত অনভিপ্রেত। ৬ নং লক্ষ্যমাত্রা হলো নিজ অধিক্ষেত্রের সকল মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও বছর বছর নবায়ন। এর উদ্দেশ কেবলমাত্র ফি আদায় নয়। মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মান-অনুত্তীর্ণ হ্যাচারিসমূহের মানোন্নয়ন এবং মৎস্য হ্যাচারি আইন ২০১০ ও হ্যাচারি নীতিমালা ২০১১ সঠিকভাবে অনুসরণের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন রেণু ও পোনার উৎপাদন নিশ্চিত করা যার ফলে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং চাষিবৃন্দ অধিকতর লাভবান হবেন। আন্তরিকভাবে সম্প্রসারণ কাজ না করলে এই লক্ষ্য কোনক্রমেই অর্জিত হবে না। বাজারে প্রচলিত মৎস্য খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষণের বিধান রয়েছে। রয়েছে অসাধু ব্যবসায়িদের বিরুদ্ধে অভিযান ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের। ব্যক্তিগত শৈথিল্য ও বৈষয়িক স্বার্থচিন্তা সমগ্র মৎস্য সেক্টরের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রপ্তানি বাণিজ্যে মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। মাছের অভয়াশ্রম স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষ। কিন্তু দেশপ্রেম ও নি:স্বার্থ সেবার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্যক্তি-দাপ্তরিক এই কাজটি দাপ্তরিক অর্থ বরাদ্দ ব্যতিরেকেই উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে করা সম্ভব। জনবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় সুফলভোগী সম্পৃক্তকরণ, মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মৎস্য চাষী, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সিরেজমিন খামার পরিদর্শন ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান এসবই বহুলাংশে নির্ভর করে ব্যক্তি চরিত্রের ওপর।এসব ক্ষেত্রে অসত্য তথ্য দিয়ে রেজিস্টার সমৃদ্ধ করা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রতিবেদন প্রেরণ খুবই সহজ অথচ এজুলি অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ এবং আপাত বিভাগীয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলেও সামগ্রিকভাবে এই সেক্টরের বিকাশেরমারাত্মক অন্তরায়।

৫. এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত বিধি বিধান

এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত বিধিবিধন যথেষ্ট নয়। সচরাচর একজন সরকারি কর্মচারি সরকারি চাকুরি বিধিমালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এছাড়াও রয়েছে দুর্নীতি দমন আইন। রয়েছে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সরেজমিন মাঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন। কিন্তু এপিএ একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিপালন বিষয়ে সরাসরি কোন আইন এখনও প্রণীত হয় নাই। দাপ্তরিক শুদ্ধাচার তথা এপিএ বাস্তবায়নে শৈথিল্য প্রদর্শনকারীর বিরুদ্ধে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণে চুক্তিভঙ্গের আলোকে যথেষ্ট কড়া আইন প্রণয়ন প্রয়োজন।

৬. এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত বিধি বিধানের দুর্বলতা

উপজেলা পযায়ে এপিএ তদারকির জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ঘোষিত ও অঘোষিতভাবে দপ্তর ও মাঠ পরিদর্শন করে থাকেন। দপ্তরে ১৪টি রেজিস্টার সংরক্ষণ করতে হয়। তন্মধ্যে একটি চাষী পরামর্শ রেজিস্টার। এখানে পরামর্শ গ্রহীতার মোবাইল নম্বরও লিখা হয়। এটিরও একটি লক্ষ্যমাত্রা থাকে। চাষী দপ্তরে না এলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দের তেমন কিছু করার থাকে না। অথচ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট জবাবদিহি করতে হয়। আবার কেউ কেউ পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে পুরাতন পরামর্শ গ্রহীতাকেই নতুন করে লিপিবদ্ধ করে অসততার পরিচয় দিতে পারে। বাস্তব যাচাইকালে এসব প্রায়শ:ই দেখা যায়। আবার মাঠ পরিদর্শনের জন্য পরিদর্শকারীর হাতে যথেষ্ট সময় থাকে না বা চাষী সময় দিতে পারে না বা যান বাহন অপ্রতুলতার কারণেও তা অনেক সময়

সম্ভব হয় না। বরাদ্দ অভাবে বা সঠিক সময়ে বরাদ্দ না পাওয়ায় নির্দিষ্ট প্যাকেজ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হয় না। এসবই এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণে বড় দুর্বলতা।

৭. এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণে নীতি ও নৈতিকতা

এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে কাযকর মাধ্যম ব্যক্তির নীতি ও নৈতিকতা। অথচ সরকারি চাকুরিতে নানাবিধ কারণে আজ এই অতি প্রয়োজনীয় মৌলিক মানবিক গুণাবলীর নিদারুণ ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। একজন নবীন কর্মকর্তা প্রথমে অত্যন্ত সততার সাথে চলতে চায়। কিন্তু পযাপ্ত প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধার অভাব এবং প্রচলিত বিধিবিধানের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে বিবেক মরে যেতে পারে। উপরন্তু চাটুকারিতা, রাজনৈতিক প্রভাব, মেধার অবমূল্যায়ন ও গুণের কদর না হওয়ায় ক্রমেই হতাশ ও অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করে ও কাজে শৈথিল্য নামে। এজন্য এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা-কর্মচারি ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা উভয়েরই নীতি ও নৈতিকতা উন্নত করা প্রয়োজন। সেইসঙ্গে গুণের পরিচযা, পুরস্কার ও দাপ্তরিক ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা আবশ্যক। মনে রাখা প্রয়োজন যে, নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও যুক্তিবিচার সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ও পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এগুলি পরিবর্তিত হতে পারে। এজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে এগুলির পরিচযা ও লালন এবং অবক্ষয় রোধ প্রয়োজন। নতুবা এর ভয়াবহ অনুপস্থিতিতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্টীয় জীবনে ভয়াবহ ধস নামার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

৮. এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণ কর্মকৌশল

এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণে কাযকর কর্মকৌশল নির্ধারণ প্রয়োজন। এজন্য ত্রিমাত্রিক মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। প্রথমত প্রচলিত কর্তৃপক্ষীয় মূল্যায়ন। দ্বিতীয়ত সেবা প্রহীতাপক্ষীয় মূল্যায়ন ও তৃতীয়ত সেবা প্রত্যাশীপক্ষীয় মূল্যায়ন।

৮.১ কর্তৃপক্ষীয় মূল্যায়ন

৮.১.১ মৎস্য অধিদপ্তরের যোগ্য ও দক্ষ কর্মকর্তা সমন্বয়ে মাঠ পরিদর্শ টিম;
৮.১.২ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মাঠ পরিদর্শন টিম;
৮.১.৩ উপজেলা প্রশাসন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন টিম;
৮.১.৪ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পরিদর্শন ও মূল্যায়ন টিম।

৮.২ সেবা প্রহীতাপক্ষীয় মূল্যায়ন

এটি অন লাইন ও ওয়েবপেজভিত্তিক মূল্যায়ন হতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীর অধিক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী সম্বন্ধে সমীক্ষা ও সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হতে পারে। এটি অন লাইনে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে সেবা গ্রহীতাদের মতামত ও মূল্যায়নের আলোকে হতে পারে।

৮.৩ সেবা প্রত্যাশীপক্ষীয় মূল্যায়ন

এটিও অন লাইন ও ওয়েবপেজভিত্তিক মূল্যায়ন হতে পারে। বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীর অধিক্ষেত্রে সেবা প্রত্যাশীদের নিকট হতে সেবা প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে সমীক্ষা ও সেবা প্রত্যাশীদের অসন্তুষ্টির ভিত্তিতে হতে পারে। এটি অন লাইনে নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীদের মতামত ও মূল্যায়নের আলোকে হতে পারে।

এই চার স্তরের কর্তৃপক্ষীয় সরেজমিন মূল্যায়ন এবং দুই স্তরের সেবা গ্রহীতা ও সেবা প্রত্যাশী বঞ্চিতদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে দাপ্তরিক কাজে বিশেষত এপিএ শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা ও অশুদ্ধাচার নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। এভাবে সামগ্রিক ও সম্মিলিত প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারি কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাসহ উপযুক্ত কর্মীর কাজের স্বীকৃতি ও যথোপযুক্ত পুরস্কার এবং পাশাপাশি দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীর যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৯. উপসংহার

দাপ্তরিক শুদ্ধাচার এপিএ বাস্তবায়নের মূল লক্ষ্য অর্জনের পূর্বশর্ত। কেবল সরকারি বিধি প্রবিধি আইন ও বিনির্দেশ প্রতিপালনের মাধ্যমে এপিএ এর মূল লক্ষ্য অর্জন তথা ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করার ইপ্সিত রূপকল্প অর্জন কষ্টকল্প হবে। এজন্য সবার আগে প্রয়োজন মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাদৃপ্ত দেশ ও জাতি গঠনের মহত্তর প্রাণনা, সততা ও নি:স্বার্থ দেশপ্রেম। দলমতের উর্ধ্বে সরকার ও জনগণ উভয়কেই এবিষয়ে একযোগে কাজ করতে হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪। পরিসংখ্যান ও গবেষণা কোষ, সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ১০৫ পৃষ্ঠা।
২। সরকারি কাজে ব্যবহারিক বাংলা। বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ (বাবাকো), সংস্কার, গবেষণা ও আইন অনুবিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ৭৫ পৃষ্ঠা।